

খুতবা জুম'আ

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তিনটি জুমুআ ছেড়ে দেয়, তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেওয়া হয়। এমন মানুষের ঈমান আর সঠিক ঈমান থাকে না। ঈমান যদি শক্ত হয়, তবে মানুষ কখনো জাগতিক স্বার্থের জন্য জুমুআকে জলাঞ্জলী দিতে পারে না।

রমযান মাসে কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ এবং বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া। এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হওয়া উচিত যে, এখন আমাদেরকে প্রতিদিন নিয়মিত কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই তিলাওয়াত করা উচিত।

রমযানের পরেও যেন আমরা নিজেদের ইবাদতের মান বজায় রাখতে পারি এবং যেন সর্বদা আল্লাহতা'লার কল্যাণ লাভ করতে পারি।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মোমিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৩শে জুন ২০১৭-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন-

রমযানের বরকতময় মাস এসেছে আর খুব দ্রুত কেটেও গেল। দিন দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও আর তাপমাত্রা বেশি হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ, এখানে তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ, যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তারা বলেছেন যে, এবার রোযা আমরা খুব একটা বুঝতেই পারি নি। অথবা চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে আমরা কমই বুঝতে পেরেছি যে, রমযান এসেছে। কিন্তু আমাদের কেবল এটি বলাই যথেষ্ট নয় যে, এবার রমযান এত সুন্দর এবং সহজভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যা অসাধারণ। বরং আমাদেরকে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে হবে, আমাদেরকে এটি দেখতে হবে যে, আল্লাহর এই বরকতময় ও আশীষপূর্ণ দিনগুলোতে আমরা কী অর্জন করেছি? রোযা সুন্দরভাবে কেটে গিয়েছে বা ক্ষুধা ও পিপাসা হালকা অনুভব হলেও এটি লক্ষ্য অর্জনের প্রমাণ নয়। লক্ষ্য অর্জন তখন হবে, যখন আমরা দেখব যে, আমরা কী অর্জন করেছি? এ দিনগুলোতে আল্লাহ তা'লা সপ্তম আকাশ থেকে আল্লাহ তা'লা নীচের আকাশে নেমে আসে। আল্লাহ, যিনি এই দিনগুলোতে বান্দার কাছে এসে তার দোয়া শুনেন। আল্লাহ, যিনি এ দিনগুলোতে রোযাদার ব্যক্তির রোযার স্বয়ং প্রতিদান হিসেবে এসে থাকেন, আল্লাহ তা'লা এ দিনগুলোতে শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করেন। আমরা খোদার এ সমস্ত কৃপা এবং তাঁর বিভিন্ন নেয়ামত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য কী করেছি বা আমরা কী কী অঙ্গিকার করেছি? খোদার নির্দেশাবলী মানা এবং তাঁর শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপনের জন্য অতীতের দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি পরিত্যাগ করার জন্য কী অঙ্গিকার করেছি আর কতটা পরিবর্তন নিজেদের মাঝে এনেছি? যদি শুধু রমযানের জন্য আমরা রীতিমত নামায পড়ে থাকি আর পরে আবার যদি অলস হয়ে যাই, তাহলে এটি খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা নয়। শুধু রমযানেই যদি আমরা রীতিমত জুমুআ পড়ে থাকি, তাহলে এটি খোদার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করা নয়। শুধু রমযানেই কুরআন তিলাওয়াত করাকে যদি যথেষ্ট মনে করি আর পরে যদি মনোযোগ না দেই, তাহলে এটি খোদার ইচ্ছা অনুসারে চলা নয়। যদি দরুদ শরীফ এবং যিকরে এলাহীকে আমরা রমযান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে জেনে রাখতে হবে যে, খোদা আমাদের কাছে কেবল এটিই চান না। যদি নৈতিক আচার-আচরণ এবং অন্যান্য পুণ্যের কথা বা কাজ-কর্মকে শুধু রমযানের বাধ্যবাধকতা হিসেবে করি, তাহলে কিন্তু খোদা তা'লা আমাদের কাছে এটি চান না।

রমযান আসে একটি প্রশিক্ষণ শিবির হিসেবে। আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য রমযান আবশ্যিক করেছেন। এর কারণ হল, যে সব কাজ-কর্ম তোমরা করছো, এ ক্ষেত্রে তোমরা উন্নতি কর আর প্রত্যেক আগত রমযান যখন শেষ হয়, তখন আমাদেরকে ইবাদত এবং পুণ্যের নতুন গন্তব্য ও নতুন উচ্চতায় যেন পৌঁছায় আর আমরা ইবাদত এবং পুণ্যের উন্নত মানে যেন উপনীত হতে পারি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এ সব পুণ্যের পথে অটল থেকে পরিচারিত হওয়ার দাবি করেন। আল্লাহ তা'লা আকিমুসসালাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ, নামায কায়েম কর, যথাসময়ে, সুন্দরভাবে আদায় কর। *حَفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى* (সূরা আল বাকারা : ২৩৯) অর্থাৎ, আল্লাহ তা'লা সব নামায, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের পুরোপুরি সুরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সব মুসলমান জানে যে, দৈনিক পাঁচ বেলার নামায সবার জন্য অবধারিত আবশ্যিক। তাই, পাঁচ বেলার নামাযের সুরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মানব ফিতরত বা স্বভাব সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা সবিশেষ অবহিত তাই, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। সালাতুল উস্তার অর্থ হল, মধ্যবর্তী বা গুরুত্বপূর্ণ নামায। অর্থাৎ, এমন সময় নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে যখন নামাযের গুরুত্ব বেড়ে যায়।

আল্লাহ তা'লা সব নামাযই আবশ্যিক আখ্যায়িত করেছেন এবং সব নামাযই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সালাতুল উস্তাকে কেন গুরুত্ব দেয়া হল? কোন কোন নামাযের সময় মানুষ ব্যক্তিগত বা জাগতিক চাওয়া-পাওয়াকে অগ্রগণ্য করে। কারো জন্য ফযরের নামায পড়া

কঠিন, তখন উঠে ফযরের নামায পড়া খোদার অধিক নিকটতর করে মানুষকে। সেটি গুরুত্বপূর্ণ নামায তার জন্য। কারো নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যোহরের নামায পড়া কঠিন হয়ে যায় কাজ-কর্মের কারণে। তাই, সে নামাযের গুরুত্ব তার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। কাজেই, যেখানেই চেষ্টা ও সাধনার প্রয়োজন হয় আল্লাহর ইবাদতের দিকে আসার, খোদা তা'লা এটিকে মূল্যায়ন করেন এবং স্বীয় দানে ধন্য করেন।

আল্লাহ তা'লা যে পুণ্যের প্রতিদান দেন তার কোন সীমা নেই। তাঁর পথে যারা চেষ্টা ও সাধনা করে তিনি তাদেরকে অশেষ ও অটেল দানে ভূষিত করেন। মানুষ যখন জাগতিক এবং ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার প্রতিমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে আল্লাহর তা'লার পথে অগ্রসর হয়, তাঁর ফযলের, তাঁর কুপারাজির কোন সীমা থাকে না।

আল্লাহ তা'লা নামায সম্পর্কে বেশ কয়েক জায়গায়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শুধু রমযান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেন নি। বরং মহানবী (সা.) জুমুআর নামায এবং রমযানের বরাতে এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন যে, একজন মু'মিন বা এমন ব্যক্তি যে খোদাভীতি রাখে তাকে সব সময় এটি সামনে রাখ উচিত। তিনি (সা.) বলেন, পাঁচ বেলার নামায, এ জুমুআ পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত এবং এক রমযান পরবর্তী রমযানের মধ্যবর্তী যে সমস্ত পাপ হয়, সেগুলোর জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কাজ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বড় বড় পাপ এড়িয়ে চলে। পরিক্রান্তভাবে বলা হয়েছে যে, পাঁচবেলার নামায প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তখন গৃহীত হবে, যখন মানুষ সমূহ চেষ্টা করে পাঁচবেলার নামায সময়মত পড়বে। আর এক নামায থেকে অন্য নামাযের মধ্যবর্তী যে সময় আছে, সে সময়কার পাপ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। ছোট-খাটো দুর্বলতার শিকার হলেও আল্লাহ তা'লা সেগুলোকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু শর্ত হল, নামায সময়মত, যথাযথভাবে পড়তে হবে।

যেভাবে পাঁচবেলার নামায ফরয বা আবশ্যিক, একইভাবে জুমুআর নামাযও মানুষের জন্য আবশ্যিক। আর এক জুমুআ থেকে অন্য জুমুআ পর্যন্ত যে সমস্ত ছোট-খাটো ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে, দুর্বলতার শিকার হয় মানুষ, আল্লাহ তা'লা সেগুলোকে ক্ষমা করেন। এর অর্থ এটি করা উচিত নয় যে, এই সময়ের ভিতর ছোটছোট পাপ করতে পার, আল্লাহ ক্ষমা করবেন। না, বরং এর অর্থ হল, মানবিক দুর্বলতার কারণে যদি কোন ভুল হয়ে যায়, আল্লাহ তা'লা নামায এবং জুমুআ রীতিমত পড়ার কারণে আর পাপ মোচনের জন্য দোয়ার ফলে এবং এ অঙ্গীকারের কারণে যে, ভবিষ্যতে এ ভুল আর করব না, আল্লাহ তা'লা ক্ষমা করেন।

পুনরায় মহানবী (সা.) রীতিমত জুমুআ পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি একনাগারে/একটানা তিন জুমুআ বিনা কারণে পড়ে না, আল্লাহ তা'লা তার হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। আরেকটি হাদীসে এটিও আছে যে, তার হৃদয় কালো হয়ে যায়। অতএব, জুমুআর এই গুরুত্বকে সবাইকে বুঝতে হবে।

আজকে রমযানের শেষ জুমুআ, কেউ হয়তো এ গুরুত্বের নিরিখেও জুমুআয় এসে থাকবে যে, এটি রমযানের শেষ জুমুআ তাই, বড় মসজিদে এসে জুমুআ পড়ে নেই বা কিছু মানুষ এমনও আছে যে, এটি যেহেতু শেষ জুমুআ তাই, অবশ্যই পড়তে হবে। আমাদের জামা'তের সদস্যদেরকে বারবার জুমুআর নামাযের গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়।

আল্লাহ তা'লা এটি বলেন নি যে, রমযান মাসের জুমুআ পড় বা রমযানের শেষ জুমুআর নামায পড়, তাহলে পুণ্যের ভাগি হবে। বরং প্রত্যেক জুমুআরই আল্লাহ তা'লা গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(সূরা জুমুআ : ১০) অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! জুমুআর দিনের একটি বিশেষ অংশে যখন জুমুআর নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও আর ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দাও। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা বুঝ।

জুমুআর প্রেক্ষাপটে আমি এটিও বলতে চাই যে, জুমুআ শুধু পুরুষদের জন্য আবশ্যিক, মহিলারা যদি আসতে পারেন, তবে ভালো কথা। অতিরিক্ত সোয়াব এবং পুণ্য তারা অর্জন করতে পারেন, আসতে পারেন। অনেক সময় মায়েদের আসার কারণে শিশুদের ভিতরেও জুমুআ পড়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। কিন্তু যাইহোক, জুমুআর দিন মসজিদে আসা যদি আবশ্যিক হয়ে থাকে, তাহলে তা কেবল পুরুষদের জন্য। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি (সা.) বলেন, সকল মুসলমানের জন্য জামা'তের সাথে জুমুআ পড়া সেভাবেই আবশ্যিক অর্থাৎ, এটি ওয়াজিব অর্থাৎ, এটি আবশ্যিক, ফরয। শুধু চার ব্যক্তি ব্যতীত আর তারা হল, কৃতদাস, মহিলা, শিশু এবং অসুস্থ। এই চার শ্রেণির মানুষের জন্য জুমুআ আবশ্যিক নয়। কিন্তু যারা চাকরিজীবী, তাদের এ সব দেশে মালিকদেরকে অবহিত করে জুমুআর ছুটি নেয়ার চেষ্টা করা উচিত। কেউ কেউ চেষ্টা করে আর তারা অনুমতিও পেয়েছে। যদি বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহলে আহমদীদের তাদের আশেপাশে যে সব আহমদী থাকে, তিন-চারজন সমবেত হয়ে যেন তারা জুমুআ পড়ে। ঈদে আসা সবার জন্য আবশ্যিক। নর-নারী, আবা-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের জন্য আবশ্যিক। ঈদের নামাযে সবার অংশগ্রহণ করা উচিত। অতএব, আজকে মানুষ বড় সংখ্যায় জুমুআর জন্য এসেছে, তাই আমি এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুরুষরা বিশেষভাবে জুমুআর হিফযত করুন। জুমুআর নামাযের সুরক্ষা করুন।

পুনরায় মহানবী (সা.) এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযানের মধ্যবর্তী পাপের ক্ষমা সম্পর্কে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'লা এক রমযান থেকে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত যে সমস্ত পাপ হয়, ছোট ছোট পাপ তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, মহানবী (সা.)

পাপ থেকে মুক্তি লাভের যে মাধ্যমগুলোর কথা বলেছেন, তা এক ক্রমধারায় উল্লেখ করেছেন, প্রথমে পাঁচ বেলার নামায, এরপর জুমুআ এবং সব শেষে রমযান। এই ক্রমধারায় এই ভুল ধারণা দূর হওয়া উচিত যে, কেবল বছরান্তে রমযানের ইবাদতই পাপ থেকে মুক্তির কারণ। বরং এই ক্রমধারা এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, দৈনিক পাঁচ বেলার নামায স্বীয় গণ্ডিভুক্ত করে সপ্তম দিনকে জুমুআতে প্রবিষ্ট করে জুমুআর কল্যাণ থেকে মানুষকে অংশ দেবে। আর সারা বছরের জুমুআ রমযানে প্রবিষ্ট করে রমযানের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত করবে। প্রতিদিনের পাঁচ বেলার নামায আল্লাহর দরবারে এই নিবেদন করবে যে, হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দা তোমার ভীতি এবং ভালোবাসার কারণে বড় পাপ থেকে বিরত থেকে দৈনিক পাঁচ বেলা তোমার দরবারে উপস্থিত হতো। প্রত্যেক জুমুআ বলবে, হে আল্লাহ! তোমার এ বান্দা সাত দিন নিজেকে বড় পাপ থেকে বিরত রেখে জুমুআর দিন, যে দিন সম্পর্কে তোমার প্রিয় নবী (সা.)-এর এ উক্তিও রয়েছে যে, এতে দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে একটি বিশেষ মুহূর্তও আসে। এ বান্দা তার দোয়া গৃহীত হওয়ার আকুতি নিয়ে তোমার দরবারে উপস্থিত হতো। রমযান বলবে যে, হে খোদা! রমযানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পর পাপ এড়িয়ে এবং পুণ্য লাভের পন্থা অবলম্বন করে

রমযানে এ আশায় প্রবেশ করেছেন যে, তোমার স্বীয় রহমত, ক্ষমা ও আগুন থেকে পরিত্রান দেয়ার আশারায় তুমি তাকে কল্যাণমণ্ডিত করবে, তখন আল্লাহ তা'লা, যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং কৃপালু, তিনি মানুষকে এতে কল্যাণমণ্ডিত করে স্বীয় রহমতের চাদরে আবৃত করেন এবং শয়তানের আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করেন।

অতএব, আমাদের মধ্যে থেকে তারা সৌভাগ্যবান, যারা এ চিন্তা ও চেতনা নিয়ে নামায, জুমুআ এবং রোযার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে খোদার নিরাপত্তার বেষ্টিতীতে প্রবেশ করে আর সকল অর্থে রমযান থেকে পবিত্র হয়ে যারা বের হয়। এমন পবিত্রতা, যা স্থায়ীভাবে খোদার ইবাদতগুয়ার বান্দায় মানুষকে পরিণত করে।

এরপর রমযানে বিশেষভাবে কুরআন পাঠ এবং কুরআন শ্রবণের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। অনেকেই অন্তত পক্ষে পুরো কুরআন একবার পড়ে শেষ করার চেষ্টা করে। কেননা, এটি সুন্নতও, এটি মহানবী (সা.)-এর কর্মপন্থাও ছিল। কিন্তু একই সাথে এ মাসে কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ এবং বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া। এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হওয়া উচিত যে, এখন আমাদেরকে প্রতিদিন নিয়মিত কুরআনের কিছু অংশ অবশ্যই তিলাওয়াত করা উচিত। আল্লাহ তা'লা যেখানে নামাযের বিভিন্ন সময়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন, সেখানে এটিও বলেছেন যে,

وَقْرَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قْرَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (সূরা বনি ইসরাঈল : ৭৯) অর্থাৎ, আর ফযরের তিলাওয়াতকে গুরুত্ব দাও, নিশ্চয়ই ফযরে কুরআন পাঠ এমন একটি বিষয়, যার সাক্ষ্য দেয়া হয়। অতএব, কুরআন পড়া শুধু বিশেষ দিন বা সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয় নি। বরং নামাযের সাথে এটি বর্ণনা করে এর গুরুত্বও তুলে ধরা হয়েছে।

পুনরায় তিলাওয়াতের পাশাপাশি এটি বুঝার অর্থাৎ, এর অনুবাদ পড়ার প্রয়োজন রয়েছে, যেন খোদার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। আর এ যুগে বিশেষ করে এটি রীতিমত পড়া প্রয়োজন রয়েছে। যেখানে মুসলমান হওয়ার দাবিদাররাও এর শিক্ষাকে ভুলে বসে আছে। আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)ও এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, 'যারা কুরআনকে সম্মান দেবে, তারা স্বর্গে বা আকাশে সম্মান লাভ করবে।' কে আছে! যে স্বর্গে বা আকাশে সম্মান পেতে চায় না? অনুরূপভাবে, অন্যান্য সৎকর্ম এবং চারিত্রিক গুণাবলী, যা রয়েছে সে প্রেক্ষাপটে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি (আ.) বার বার আমাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা যারা আমার হাতে বয়আত করেছ সব সময় ইবাদতের মাধ্যমে এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর মাধ্যমে নিজেদের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন অব্যাহত রাখ। এক জায়গায় তিনি বলেন, যতদিন মানুষ পবিত্র হৃদয় নিয়ে নিষ্ঠা এবং সততার সাথে সকল অবৈধ পথ এবং অবৈধ আশার রাস্তা এবং পথকে বন্ধ করে খোদার সামনে হাত প্রসারিত না করবে ততক্ষণ সে খোদার সাহায্য এবং সমর্থন লাভের যোগ্য হয় না কিন্তু যখন সে খোদার দরবারে সিজদাবনত হয়, তাঁর কাছে দোয়া করে, তখন তার এই অবস্থা খোদার সাহায্য এবং রহমতকে আকর্ষণ করে।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা আকাশ থেকে মানুষের হৃদয় কোণে উকি মারেন। যদি হৃদয়ের কোন কোণে কোন প্রকার অমানিষা বা শিরকের কোন অংশ থাকে তাহলে তার দোয়া এবং ইবাদতকে তার মুখে ছুড়ে মারেন। আর যদি দেখেন যে, তার হৃদয় সকল প্রকার স্বার্থ পরতা এবং অন্ধকার থেকে পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন তাহলে তার জন্য রহমতের দার উন্মোচন করেন এবং তার ছায়ায় স্থান দিয়ে তাকে তার লালনপালনের দায়িত্ব তিনি নিজেই নেন। অতএব, এটি হল সেই মান যা অর্জনের স্থায়ী চেষ্টা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের ইবাদত যেন শতভাগ সব সময় খোদার জন্যই হয়। আর আমরা যেন ইবাদতের সেই মান ধরে রাখতে পারি যেন প্রতিটি মুহূর্ত খোদার ছায়ায় থেকে তাঁর লালন-পালনের কল্যাণরাজী থেকে অংশ পেতে পারি।

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা তাঁর দরবারে গৃহীত হতে পার না, যতক্ষণ ভিতর বাহির সমান না হবে। বড় হয়ে ছোটদের প্রতি দয়ার্দ্র হও, তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না, জ্ঞানী হয়ে নির্বোধদের সৎ উপদেশ দাও, অহংকার নয়। যদি জ্ঞানী হয়ে থাক তাহলে মানুষের হিতোপদেশ দাও বিনয়ের সাথে। এমন নয় যে, নিজের জ্ঞানের বড়াই করবে, জ্ঞান প্রকাশ করবে, জ্ঞান বাড়াবে আর ধনী হয়ে দরিদ্রদের সেবা কর। অহংকার প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ তা'লা কৃপা করেছেন, তোমাকে স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, অন্যদের চেয়ে উত্তম অবস্থায় রেখেছেন, তাই তাদের সেবা কর। অহংকার নয়, ধ্বংসের পথকে ভয় কর, সব সময় খোদাভীতির মাঝে জীবন-যাপন কর, তাকওয়া অবলম্বন কর, সৃষ্টি পূজা কর না। খোদার প্রতি আকৃষ্ট থাক, দুনিয়ার প্রতি বিতর্ন

হও, তাঁরই হয়ে যাও সম্পূর্ণভাবে, তাঁরই জন্য জীবন-যাপন কর, তাঁর জন্য সকল অপবিত্রতা এবং পাপকে ঘৃণা কর, কেননা তিনি পবিত্র। আল্লাহর সাথে যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে স্মরণ রাখতে হবে যে খোদা পবিত্র। তাই সকল অপবিত্রতা এবং পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

প্রত্যেক প্রভাত যেন তোমার অনুকূলে স্বাস্থ্য দেয় যে, তুমি তাকওয়ার সাথে রাত অতিবাহিত করেছ। প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন তোমার পক্ষে স্বাস্থ্য দেয় যে, তুমি খোদাভীতির মাঝে দিন কাটিয়েছ। দুনিয়ার অভিশাপকে ভয় কর না, তা ধুস্তের মত নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে যায়, তা দিনকে রাতে রূপান্তরিত করতে পারে না, বরং খোদার অভিসম্পাতকে ভয় কর যা আকাশ থেকে নাজিল হয়। যার উপর তা বর্ষিত হয় তার উভয় জগতকে তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা লোক দেখানোর মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। প্রদর্শন বা লোক দেখানোর মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। কেননা সেই খোদা যিনি তোমাদের খোদা, মানুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে কী আছে তাও তিনি জানেন। তোমরা কি তাঁকে প্রতারণিত করতে পার? মোটেই নয়, কখনও সম্ভব নয়। অতএব তোমরা সোজা হয়ে যাও, স্বচ্ছ, পবিত্র এবং খাঁটি হয়ে যাও। বিন্দুমাত্র অন্ধকার যদি তোমাদের ভিতর থাকে তাহলে পুরো আলোকে সেটি কালোতে পরিণত করে, যা অন্ধকার আলোকে মিটিয়ে দেয়। কোন ক্ষেত্রে যদি তোমাদের মাঝে অহংকার থাকে বা লোক দেখানো ভাব থাকে বা আত্মশ্লাঘা বা আলোস্য বিরাজ করে তাহলে তোমরা এমন নও যারা গৃহিত হওয়ার যোগ্য। গুটিকতক কথা নিয়ে আত্ম প্রতারণায় মগ্ন হয়ো না যে, যা করার ছিল তা করে ফেলেছি। খোদা তা'লা তোমাদের সত্যায় একটা আমূল বিপ্লব দেখতে চান। মসীহ মওউদকে মেনেছ, প্রকৃত মু'মিন যদি হতে হয় নিজেদের মাঝে জীবনের এক বিপ্লব আনতে হবে। তিনি তোমাদের কাছে এক মৃত্যু চান, যার পর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা নিজেদের মাঝে দ্রুত মিমাংসা করে নাও। ভাই-ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা কর। দুষ্টকারী সে, যে ভাইয়ের সাথে মিমাংসায় প্রস্তুত নয়, সে কর্তিত হবে। কেননা, সে ভিভেদ সৃষ্টি করে। তোমরা অহংকার সকল অর্থে পরিহার কর আর পারস্পারিক মনমালিন্যকে ভুলে যাও। আমি এবং অহংকার বর্জন কর আর এই কারণে মনমালিন্য সৃষ্টি কর না। সত্যবাদী হয়ে মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও যেন তোমাদের ক্ষমা করা হয়।

তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মত পরিত্যাগ কর না, কেননা এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। কুরআনী শিক্ষাকে সব সময় আঁকড়ে রাখ। যারা কুরআনকে সম্মান দিবে তারা স্বর্গে সম্মান পাবে। যারা সকল হাদীস এবং উক্তির উপর কুরআনকে অগ্রগণ্য করবে, স্বর্গে তাদেরকে অগ্রগণ্য করা হবে। মানবজাতীর জন্য ভূপৃষ্ঠে কুরআন ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ নেই আর আদম সন্তানদের জন্য এখন আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ ছাড়া আর কোন শাফায়াতকারী নেই। তাই তোমারা এই মহাসম্মানিত রসূলের সাথে প্রকৃত ভালোবাসা রাখার চেষ্টা কর। অন্যদেরকে তাঁর উপর কোনভাবে প্রাধান্য দিবে না, যেন স্বর্গে তোমরা পরিত্রাণ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার। স্মরণ রেখ! মুক্তি তা নয় যা মৃত্যুর পর প্রকাশ পাবে। প্রকৃত মুক্তি সেটি, যা এই পৃথিবীতে স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করে। মুক্তিপ্রাপ্ত কে, পরিত্রাণ প্রাপ্ত কে? যে এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদা সত্য আর মুহাম্মদ (সা.) খোদা এবং পুরো সৃষ্টির মাঝে মধ্যবর্তী যোজক। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহই সুপারিশকারী, তিনিই আল্লাহ এবং সৃষ্টির মাঝে মাধ্যম। এই পৃথিবীতে তার সমপর্যায়ের কোন রসূল নাই আর কুরআনের সমপর্যায়ের কোন গ্রন্থও নেই। খোদা তা'লা কারো জন্য চান নি যে, সে চিরঞ্জীব হবে কিন্তু এই মনোনিত এবং সম্মানিত নবী হলেন চিরঞ্জীব।

অতএব আমাদের সবার এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে রমযান শেষ করা উচিত যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সা.) যেসব কথা বলেছেন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যেসব কথা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন সেগুলো সব সময় সামনে রেখে এই অনুসারে যেন জীবন-যাপনের চেষ্টা করি। যদি আমরা এমনটি করি কেবল তবেই আমরা বলতে পারব যে, আমরা আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশ অনুসারে রমযান অতিবাহিত করার চেষ্টা করেছি, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন।

খোতবা জুমুআর শেষে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) দুইজন ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন এবং দুজনের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা করেন। একটি জানাযা হল শ্রদ্ধেয়া মুসতাক জোহরা সাহেবার, যিনি রাবওয়ার চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া মরহুমের স্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় জানাযা হল জনাব আব্দুল বকর সাহেবের। তিনি মিশরের অধিবাসী। আল্লাহ তার প্রতি মাগফিরাত করুন, কৃপা করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার স্ত্রী এবং সন্তানদের নিজেই তত্ত্বাবধান করুন এবং তাদেরকে তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 23th June, 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, 731243, Birbhum, (W.B)